ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১২৯-১৪২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4110

টুঙ্গীপাড়ার পুরাকীর্তি ও বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমি: পরিপ্রেক্ষিত বিশ্ব প্রত্ন-পর্যটন সম্ভাবনা

ড. মো: আতাউর রহমান
উপপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Abstract: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bengali of the millennium and the father of the Bengali nation, has been laid to rest in the present Gopalganj district or historical Kotalipara or Tungipara, about 200 kilometers away from the capital city of Dhaka. Kotalipara is also known to be the capital of *Vanga* in the sixth century AD. So the history and tradition of Tungipara near Kotalipara in Gopalganj is as ancient as it is important. Sheikh Mujubur Rahman was born in the month of March, 1920. Fifty years after his birth in March, he made the month auspicious and unforgettable in the history of the Bengali nation. He declared the independence of the Bengali people in March and became the Father of the Nation. And now, another 50 years later, the Bangladeshi people have celebrated the Golden Jubilee of independence. In the present paper I try to explore some important aspects of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's life and his ancestral land through the lens of history and archaeology. This research has been carried out with the help of both primary and secondary data. This article can create interest among tourists who try to explore historical places at Tungipara of Gopalganj District.

Keywords: Antiques, Father of the Nation, Bangabandhu's Ancestors house, World Archaeo-Tourism.

ভূমিকা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায় তথা ঐতিহাসিক কোটালিপাড়া তথা টুঙ্গিপাড়ায়, যেখানে ষষ্ঠ শতকের বঙ্গের রাজধানীও ছিলো। গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার নিকটস্থ টুঙ্গিপাড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, ঠিক তেমনই বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ! মার্চ মাস বাঙালি জাতির ইতিহাসে

অবিস্মরণীয়; একদিকে মহান স্বাধীনতার মাস; যে মাসে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর। 'স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী' পালিত হয়েছে ২০২১ সালে। এবং অন্যদিকে আজ থেকে শত বছর আগে এই মার্চ মাসেই গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার[১] নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব। পরবর্তীতে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আদিকাল থেকেই গোপালগঞ্জ ত্রি-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। যথা: (১) প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক চন্দ্রবর্মনকোর্ট শহরটি ঘাঘর নদীর তীরে গড়ে ওঠে ছিলো। চন্দ্রবর্মণকোর্ট-এর রাজবংশ ছিলো বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পণ্ডিতদের ধারণা এই বর্মনকোট দুর্গটি ৬ষ্ঠ শতকের রাজধানী[২] দুর্গ হলেও এটি নির্মিত হয়েছিল আরও আগে, সম্রাট অশোকের (খ্রি.পূ. ২৭৩ অব্দ) সময়ে ও মৌর্য সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (৩৭৫ খ্রি.) আমলে সেখানে বেশ কিছু বৌদ্ধ সংঘরাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৩] (২) এ জেলার পূর্ব সীমানার খাটরা গ্রামের অধিবাসী হিন্দু ধর্মালম্বীরাই এ অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবত, এটি বল্লাল সেনের আমলের (১১০৯-১১৭৯ খ্রি.) ঘটনা। মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকদের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের ঐতিহাসিক ওড়াকান্দি গ্রামের বিখ্যাত শ্রীধামে। (৩) প্রথম দিকের বাংলায় আগত বিখ্যাত মুসলিম সুফি দরবেশ হযরত শাহজালাল (র.) (১১৯৫-১৩৪৭ খ্রি.)[৪], তাঁর সমসাময়িক কালের শেখ বোরহান উদ্দিন (র.) ও হযরত মামুদ শাহ বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তারই ধারাবাহিকতায় মোগল আমলে নির্মিত নান্দনিক শৈলীর স্থাপত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখন পর্যন্তও টিকে আছে টুঙ্গিপাড়ায়।

টুঙ্গিপাড়ার এই পুরাকীর্তির অঙ্গনেই ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৫] বঙ্গবন্ধুর সমাধির মাত্র শত ফুট দক্ষিণেই রয়েছে তাঁর জন্মস্থানের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি!

(বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক বাড়ি, ছবি: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

এই স্থাপনাটিকে ২০১০ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি

হিসেবে ঘোষণা করা হয়[৬] এবং তখন থেকেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর সুরক্ষায় নিয়োজিত। উল্লেখ্য, সংস্কার পরবর্তী স্থাপনাটি পরিদর্শন করে সকলে গর্বিত হবেন এবং সেই সাথে বাঙালি জাতির অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা দেশে-বিদেশে তথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এটি বিশ্ব প্রত্ন-পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ও আর্কষণীয় ভূমিকাও রাখবে। ২০২১-২২ সাল ছিলো বাঙালি জাতির জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ; একদিকে যেমন বাংলাদেশের ইতিহাসে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' পালিত হয়েছে। এ বছরেই আমাদের মহান নেতা 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী' 'মুজিববর্ষ' উদযাপিত হয়েছে। এই দু'টি উৎসবই আমাদের নতুন ও পুরান প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পেরেছে। এই সচেতনতা ও উদযাপন অদূর ভবিষ্যতে এটিকে বিশ্ব-ঐতিহ্য হওয়ারও সুযোগ করে দিবে।

১. টুঙ্গিপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি[৭]

(মানচিত্র: বাংলাপিডিয়া)

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের অধীন গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা যা ১টি পৌরসভা এবং ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। স্থানটি গোপালগঞ্জ জেলার প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এর পূর্বে কোটালীপাড়া উপজেলা, পশ্চিম ও উত্তরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং দক্ষিণে চিতলমারী ও বাগেরহাট উপজেলা অবস্থিত। এই উপজেলার উপর দিয়ে মধুমতি নদী ও বাইগার নদী প্রবাহিত হয়েছে।

২. ভৌগোলিকভাবে স্থানাঙ্ক ও অন্যান্য[৮]

২২°৫৩′৪৯ উত্তর অক্ষাংশে ৮৯°৫২′৫৪″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার অবস্থান। আয়তন: ১২৭.২৫ বর্গকিমি (৪৯.১৩ বর্গমাইল), জনসংখ্যা: ৯৯,৭০৫ জন। সাক্ষরতার হার: ৫৩%।

৩. নামকরণ[৯]

কথিত আছে পারস্য এলাকা থেকে আগত কতিপয় মুসলিম সাধক অত্র এলাকার প্লাবিত অঞ্চলে টং বেঁধে বসবাস করতে থাকেন এবং কালক্রমে ঐ টং থেকেই এই এলাকার নাম হয় টুঙ্গিপাড়া।[১০] বর্তমানে বড়-বড় দালান-কোঠার মাঝে হারিয়ে যেতে বসেছে এ সকল ঐতিহ্য। তবে এখানকার বিলাঞ্চল ও নীচু এলাকার সাধারণ মানুষ এখনো টং বেঁধে ঘর বানিয়ে বসবাস করে থাকে।

(মানচিত্র: গুগল)

৪. টুঙ্গিপাড়ায় যাঁর জন্ম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ, তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগর[১১] নদীর তীরে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের (বর্তমানে উপজেলা) শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা শেখ সায়েরা খাতুন। ৪ কন্যা এবং ২ পুত্রসন্তানের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয়।[১২] টুঙ্গিপাড়ায় এই শেখ পরিবার ছিল অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পরিবার।

৫. বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমি তথা পূর্ব পুরুষদের প্রাচীন আবাসস্থল

ভৌগোলিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষদের বসতভিটা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি ইউনিয়নের ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ২২°৫৪'২২.৪৭" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫৩'৪৬.৭৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

শেখ মুজিব আমার পিতা-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেন, 'বাইগর নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো একটি গ্রাম। সেই গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগর নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখানদীর একটি বাইগর নদী। নদীর দুই পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রায় ২০০ বছর আগে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অঘোম নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরো অনেক গ্রাম। সেই কত বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাঁদের বসতি গড়ে তোলেন; এবং তাঁদের

সংস্কার পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর পিতৃনিবাস টুঙ্গিপাড়া (ছবি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এ গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রথমে নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্ট্রীমারঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন, যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ।

সংস্কার পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর পিতৃনিবাস টুঙ্গিপাড়া (ছবি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

১৯৭১ সালে যে দুটি দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দু'টিই জ্বালিয়ে দেয়। এ দালানকোঠায় বসবাস শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে, আর আশেপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এ বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। এখানেই জন্ম নেন আমার বাবা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার বাবার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার বাবার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার বাবা। আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সব সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।'[১৩]

৬. বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও তাঁদের নির্মিত প্রাচীন বাড়ি

বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া, তাঁর পূর্ব পুরুষ এবং তাঁদের নির্মিত প্রাচীন বাড়ি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা*- তে। বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের ঐতিহাসিক ডায়রি নিয়ে লেখা *কারাগারের রোজনামচা*-য় উল্লেখ-'১৭ই মার্চ ১৯৬৭। শুক্রবার আজ আমার

৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি।'[১৪]

এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে তাঁর নিজের লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে উল্লেখ রয়েছে: 'আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন।

(সংস্কার পরবর্তী স্থাপনা, ছবি: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্ম গ্রহণ করি। শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে আমি জেনেছি। এর অধিকাংশ যে সত্য ঘটনা এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। শেখ বংশের সব গেছে, শুধু তারা পুরাতন স্মৃতি ও পুরানো ইতিহাস বলে গর্ব করে থাকে। শেখ বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে। শেখ বোরহানউদ্দিনের পরে তিন চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া না। তবে শেখ বোরহানউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দু'এক পুরুষ পরে দুই ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়।

এঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আজও শোনা যায়। এক ভাইয়ের নাম শেখ কুদতরউল্লাহ, আর এক ভাইয়ের নাম শেখ একরামউল্লাহ। আমরা যারা আছি তারা এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়েও শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির

সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল। শেখ কুদরতউল্লাহ ছিলেন সংসারী ও ব্যবসায়ী; আর শেখ একরামউল্লাহ ছিলেন দেশের সরদার, আচার-বিচার তিনিই করতেন।[১৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে টুঙ্গিপাড়ার ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি অন্যতম মুসলিম শিল্প নিদর্শন অংশ হিসেবেও বিবেচিত।

৭. বঙ্গবন্ধুর পিতৃগৃহ তথা তাঁর পূর্বপুরুষদের নির্মিত প্রাচীন স্থাপত্যিক কাঠামো

এই পুরাতন ভবনটি প্রায় ৩০০ বছর আগের জাফরি বা সরু ইট, চুন-সুরকিতে নির্মিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলে অবস্থিত কাচারি ভবনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্ব দুয়ারী। ভবনটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯.৮৭ মিটার এবং প্রস্থে ৩.৮১ মিটার। ভবনের প্রতিটি দেয়াল ০.৬১ মিটার। ইমারতের ঠিক মাঝখানে একটি প্যাসেজ বিদ্যমান। ইমারতের ছাদ কড়ি বর্গার উপর নির্মিত। পুরাকীর্তির অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে ধারনা করা হয় যে, স্থাপনাটি কাচারি বা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৮]

(সংস্কার পরবর্তী ছবি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

বহুদিন পরিত্যক্ত থাকার কারনে এটি অনেকটা ধ্বংসের মুখে চলে যায়। ২০১০ সালে সংরক্ষিত হওয়ার পর থেকে দেশি-বিদেশি প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, সংরক্ষণবিদ, স্থাপত্যবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী, রসায়নবিদ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গত দুই বছর ধরে প্রত্ননিদর্শনটি পূর্বের আদলে (as it is) সংস্কার-সংক্ষণের ব্যবস্থা করে। বৈঠকখানার পিছনের কোর্টইয়ার্ডে উভয় পাশে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আরও দুটি সমসাময়িক কালের স্থাপত্যিক কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে মনে হয় এগুলোতে তারা বসবাস করতেন।

(সংস্কার পূর্ববর্তী ছবি: ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন* – এই গ্রন্থ ত্রয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের ও তাঁদের রেখে যাওয়া প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনের বর্ণনার পাশাপাশি, নিজ দেশের ও বাইরের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাদুঘর, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য ('সপ্তম আশ্চর্যের একটি চীনের দেড় হাজার মাইলের ঐতিহাসিক প্রাচীর। দুই হাজার বছরের বেশিদিন হবে নির্মাণ হয়েছে।)[২৭] ইত্যাদি নিয়ে যে অসাধারণ ও অনবদ্য ইতিহাস লিখেছেন বা বর্ণনা করেছেন তা বাঙালির তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি বাঙালির ঐতিহ্যের অংশও বটে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারলে তারা এর জন্যে গর্ব অনুভব করবে এবং একটি সংস্কৃতি বান্ধব বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থানের প্রাচীন নিদর্শনকে ঘিরে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের 'বিশ্বগ্রাম উন্নয়ন পর্যটন' গড়ে তোলা যেতে পারে।

(সংস্কার পরবর্তী ছবি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

৮. বঙ্গবন্ধুর পিতৃগৃহ সংরক্ষণের ইতিহাস

(সংস্কার পরবর্তী ছবি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

গোপালগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়া উপজেলাসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলটি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা মাননীয় শেখ রেহানা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ২য় মেয়াদে সরকার গঠনের পর পরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকটে হস্তান্তর করেন। ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন বলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এটিকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়।[১৮]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মাঘ ১৪১৬/ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০

নং সবিম/শাঃ-৬/প্রত্নঃঅধি-০৬/০৯/৬১—গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়াস্থ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল সংরক্ষিত পুরাকীর্তি আইন, ১৯৬৮ (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকার উক্ত আবাসস্থল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে ১৯৬৮ইং সালের (১৯৭৬ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ		জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজা ও খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল। টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	মৌজা টুঙ্গিপাড়া খতিয়ান নং-৩১৮	এস-এ-৫৩৩	৩১৮ নম্বর দাগে ১.২০ একর জমির মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত প্রাচীন ইমারতসহ ০.০৪ একর :	উত্তর দাগ নং ৩১৭ দক্ষিণ দাগ নং ৩২৭ দক্ষিণ দাগ নং ৩২০ পূর্ব দাগ নং ৩১২ পশ্চিম দাগ নং ২৯১	জিন্নাতুন নেছা মুনসুরুল হক সেরনিয়াবাত শেখ খবির উদ্দিন গং শেখ ইয়াহিয়া গং শেখ সাইফুল গং শেখ রিয়াজুল হক গং শেখ হাসিনা গং	৩১৮ নং দাগের দক্ষিণ পূর্ব অংশে একটি প্রাচীন ইমারতসহ ০.০৪ একর ভূমি সংরক্ষণযোগ্য যাহার মালিক শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল হান্নান
সহকারী সচিব।

(গেজেটের ফটোকপি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের লাইব্রেরীর আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ)

৯. বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমিতে তাঁর নির্মিত স্থাপত্যিক কাঠামো

(সংস্কার পরবর্তী ভবন, ছবি: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর)

বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে যে বসত ঘরের বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি পরবর্তী সময়ে বর্তমানে টিকে থাকা দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ায় আসলে এই ভবনেই থাকতেন।[১৯]

সেখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের বেশ কিছু আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, দুর্লভ ছবি ইত্যাদি। সেগুলো দেখলে অবচেতন ভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতীত স্মৃতি ভেসে উঠবে এবং চিন্তন মনের গহীনে কষ্ট অনুভূত হবে এই ভেবে যে, 'এমন মহৎপ্রাণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যক্তিত্বকে কীভাবে হত্যা করতে পারলো'!

১০. টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি কমপ্লেক্স

টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল বা কমপ্লেক্সটি জেলার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণীয় স্থান। বঙ্গবন্ধুর সমাধির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক স্থাপত্যরীতির বর্গাকার নান্দনিক শৈলীর একটি সমাধিসৌধ। ১৯৯৯ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই কমপ্লেক্স নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ১৭ কোটি ১১ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারি এটির শুভ উদ্বোধন করেন।

(বঙ্গবন্ধুর সমাধির ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

(বঙ্গবন্ধুর সমাধির ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

(বঙ্গবন্ধুর সমাধি ফলকের ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

আধুনিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই মাজার কমপ্লেক্সে রয়েছে সুবিশাল আঙ্গিনা, মূল সৌধ, মসজিদ, লাইব্রেরি, প্রদর্শনী কেন্দ্র, ৪০০ আসনের উন্মুক্ত মঞ্চ, স্যুভেনির কর্ণার, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি।

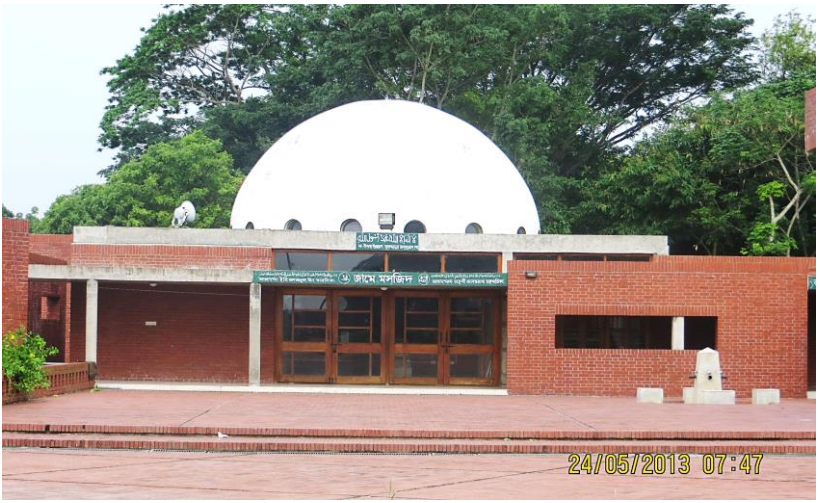

(বঙ্গবন্ধুর সমাধির ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের গণপূর্ত শাখা এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর বাস্তবায়ন করে। এটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাছে ন্যস্ত করা হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এ মাজার কমপ্লেক্সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কবর, তাঁর পিতা ও মাতা যথাক্রমে শেখ লুৎফর রহমান ও সাহেরা খাতুনের কবর রয়েছে।[২০] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জন্ম ও

সমাধি কমপ্লেক্সের পাঠাগার ও জাদুঘরের ছবি
ব্যক্তিগত সংগ্রহ

স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে বিশ্বের কাছে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্তে ও তাঁকে জানার জন্য টুঙ্গিপাড়ার সমাধি কমপ্লেক্সে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

এই লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত ১০ ক্যাটাগরিতে প্রায় ৮ হাজার বই রয়েছে। বইগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও সমাধি কমপ্লেক্স এলাকায় খেলার মাঠ, স্মৃতিবিজড়িত হিজল তলা, জমিদার বাড়ি, পুকুর, প্রিয় বালিশা আমগাছ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই স্থাপনাগুলির অপার সৌন্দর্য যে কাউকে আকর্ষিত ও বিমোহিত করে। তাই তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন,

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান ।।[২১]

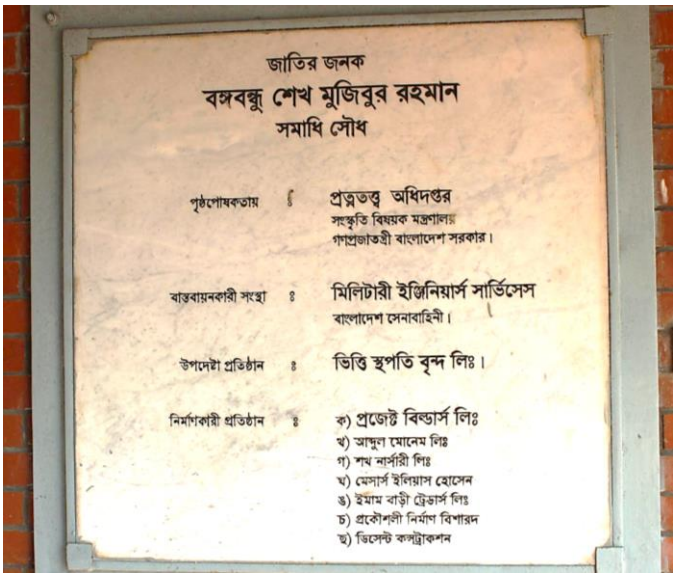

বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্সের শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলকের ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ

উপসংহার

গোপালগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে মধুমতি, বাইগর ও ঘাঘর নদী বিধৌত একটি উপজেলা। এই ঐতিহ্যবাহী টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় টিকে থাকা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাদি-যা বাংলার প্রাচীন সভ্যতার প্রধানবাহক হিসেবে বিবেচিত কিছু প্রাচীন বসতবাড়ি, দুর্গ, মন্দির, মঠ, মসজিদ ইত্যাদি। শিল্পকলার এসকল নিদর্শনাদির নান্দনিক শৈলীতে আকর্ষণীয় কয়েকটি হেরিটেজের মধ্যে বক্ষমান প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো এবং টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধসহ অন্যান্য নান্দনিক স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এই ঐতিহ্য নিদর্শনাদি প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে প্রমাণিক দলিল হিসেবে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে নতুন ভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের আকর তথ্য দিয়ে তুলে ধরে স্মৃতিতে অম্লান করে রাখবে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ-যা ২০১৭ সালে জাতিসংঘ-সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক 'বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ' হিসেবে স্বীকৃত, বাঙালির মহাকাব্য, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।[২২]

এছাড়া ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্স সাজানো হয় বর্ণিল আলোয়। সকাল থেকেই সমাধি কমপ্লেক্স সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে লাখো মানুষের ঢল নামে। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। সেই সাথে সেখানে সপ্তাহব্যাপী বইমেলা ও লোকজমেলা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বান্ধব সরকারের ডিজিটাল প্রচারণায় এসকল আয়োজন সহজেই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঠাঁই করে নিয়েছে বাংলা, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যা শুধু বাংলায় নয় বিশ্ব প্রত্ন-পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং একই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়িটি গোপালগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের পশ্চিম পাশে বয়ে যাওয়া 'বাইগর' নদীর পাড়ে অবস্থিত।

২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪), ৪৫৪।

৩. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ.৭০।

৪. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহ জালাল (র:) দলিল ও ভাষ্য*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা), প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯), ৩৬২ ও ৫৪২।

৫. মোঃ মুশফিকুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ, চেতনায় বঙ্গবন্ধু*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২১), পৃ.০১।

৬. মো. আমিরুজ্জামান, (সংকলক), *পিতৃগৃহ* (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০২০), ১০।

৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ২৩০; পরিসংখ্যান পকেট বুক, (ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১)।

৮. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা, ১০.১.২০২২।

৯. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ৭৫।

১০. বঙ্গবন্ধুর শৈশবের নদীর নাম 'বাইগার'। এটি অন্তত আরও দুই নামে পরিচিত- বাগিয়া বা বাঘিয়া। এটি গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার বর্ণি বাঁওর থেকে উদ্ভূত। পরে গোপালগঞ্জের বিল অঞ্চল ছুঁয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধি এলাকার পাশ দিয়ে ডুমুরিয়ার কাছে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে ছোট্ট ও স্বচ্ছতোয়া নদীটি। একধারা মধুমতিতে নেমেছে, অপরটি চলে গেছে কোটালিপাড়ার দিকে। (*দৈনিক সমকাল*, ২০২০)।

১১. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (সম্পাদক), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর* (ঢাকা: কালচার প্রেস, ২০২০), পৃষ্ঠা-৩১।

১২. *চেতনায় বঙ্গবন্ধু*, ০১।

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, ২০১৭), ২০৯।

১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), ৩।

১৫. মো. আমিরুজ্জামান (সংকলক), *পিতৃগৃহ*, ১০।

১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০২০), ১২২।

১৭. মো. আতাউর রহমান, প্রত্নতাত্ত্বিক গাইড : ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি প্রেস, ২০১৭), ৯০।

১৮. সাক্ষাৎকার: শ্রী বৈকুণ্ঠ বাবু (৮০), বৈসয়িক করোনা মহামারিতে সদ্য প্রয়াত শ্রী বৈকুণ্ঠ বাবুর মুখের ভাষ্য-তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন (২৪-০৫-২০১৩)।

১৯. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), ৭৯।

২০. রফিকুল ইসলাম ও অনন্যা (সম্পাদিত), *মুজিব শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০২১), ৩২।

২১. হারুন-অর-রশীদ, বঙ্গবন্ধুকোষ, *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিত্র জীবন-বৃত্তান্ত* (ঢাকা: জার্নিম্যান, ২০২১), মুখবন্ধ।